'সৎ ও সাহসী সাংবাদিকরা সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারেন'

খুলনা অফিস

০৯ নভেম্বর, ২০২৪ ২১:০৪

শেয়ার

অ +

অ -

কালের কণ্ঠ

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. রেজাউল করিম বলেছেন, সৎ ও সাহসী সাংবাদিকরা তাদের লেখনির মাধ্যমে সমাজের অন্যায় ও অনিয়ম তুলে ধরে সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। বিশেষ করে সাম্প্রতিক সময়ে ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান তার একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ।

শনিবার (৯ নভেম্বর) সকালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ডিসিপ্লিনের নাট্যমঞ্চে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর উদ্যোগে এবং খুবি'র গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা (এমসিজে) ডিসিপ্লিনের সহযোগিতায় আয়োজিত 'আয়না ও অবশিষ্ট–গণঅভ্যুত্থানের পরে সাংবাদিকতা' শীর্ষক সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য আরও বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া এখন সংবাদপত্রের স্থান দখল করছে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলে ধরা ছোট ছোট নানা ঘটনা জাতিকে একত্রিত করছে। বিভিন্ন সময়ে আমরা এর প্রমাণ পেয়েছি। তিনি বলেন, পাঠক এখন বড় বড় সংবাদ পড়তে চান না; এজন্য সংক্ষিপ্ত আকারে সংবাদ পরিবেশন জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। বাংলাদেশের অনেক সংবাদপত্র সেদিকে নজর দিচ্ছে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে মূল বিষয়গুলো তুলে ধরছে।

সাংবাদিকদের উদ্দেশে তিনি তথ্যভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি অপসাংবাদিকতার ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন পিআইবির মহাপরিচালক ফারুক ওয়াসিফ। তিনি বলেন, সংবাদপত্র আমাদের গ্রাম তথা দেশকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরে। সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে সাংবাদিকরা সংবাদের মাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেন এবং সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র, রাজনীতি এবং জগতের বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, আয়নাঘর ভেঙে গেলেও এর টুকরো টুকরো অংশ এখনও রয়ে গেছে। মিডিয়া ছাড়া আয়নাঘরের বাস্তবতা টিকতো না। গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সাংবাদিকতার চালচিত্র নিয়ে এ ধরনের সেমিনার আয়োজনের কারণ এটিই।

সেমিনারে 'আয়না ও অবশিষ্ট–গণঅভ্যুত্থানের পরে সাংবাদিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. সুমন রহমান। আরও আলোচনা করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমসিজে ডিসিপ্লিনের প্রধান সারা মনামী হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সংশ্লিষ্ট ডিসিপ্লিনের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী জান্নাতুল ফেরদৌস মিম।